নাম: মো: কমর উদ্দিন খাঁ

জন্ম তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : রিক্সা চালক,
শাহাদাতের স্থান : শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদের জীবনী

" আমার ভাই নিরীহ একজন মানুষ ছিল।সবাই তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।যেদিন মারা যায়, তার পরদিন এই পরিবার কি খাবে তা জানতো না।আমি দুই কেজি চাউল দিই।আপনাদের কাছে এবং সরকারের কাছে আমার দাবি এই পরিবারকে যেনো সহায়তা করা হয় " -শহীদের চাচাতো ভাই মামুনুর রশিদ

শহীদ কমর উদ্দিনের জন্ম বগুড়ার আকাশতারা গ্রামে।১৯৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাবা কিছর উদ্দিন খাঁ এবং মা জমেলা বেগমের কোল আলো করে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি।তাদের জীবন কখনোই বর্ণিল ছিল না।জীবন শুরু করেছিলেন ভাড়ায় নেওয়া রিক্সা চালানো দিয়ে।তারপর দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন এই পেশায়।২০২৪ সালের উত্তাল জুলাইয়ের প্রায় সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন শহীদ মোঃ কামর উদ্দিন।হাসিনা পতনের শেষ দিন অর্থাৎ ৪ আগস্ট নবাববাড়ি রোডে সার্কিট হাউস এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি অবস্থান করছিলেন আন্দোলনকারীদের সাথে।আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার ওপর এলোপাতাড়ি ছোড়া গুলিতে বিকেল তিনটায় কমর উদ্দিন খাঁ বুকে, কাঁধে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।এরপর তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।হাসপাতালেই তিনি বিকাল ৪ টায় শহীদ হন।হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রথম দিন লাশ হস্তান্তর না করলেও পরদিন সকালবেলা পরিবারের সদস্যরা তার লাশ নিয়ে আসেন এবং দাফন করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

জুলাই বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলোতে শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ প্রায়ই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন।চার আগস্ট আন্দোলন সংগ্রামের শেষ দিন।পুরো দেশবাসী উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করছেন।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।এ দিন ও ছাত্র জনতা সকল বাধা অতিক্রম করে রাজপথে অবস্থান গ্রহণ করেন।এদিন সকাল ১১:০০ টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে বাসা থেকে বের হন শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ।মা জমেলা বেগম তাকে বাসা থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি বলেন, "আজ শেখ হাসিনাকে নামাবই।' এদিন তিনি খুবই সাহসী ভূমিকা পালন করেন এবং মিছিলের সামনে অবস্থান করেন।সে সময় পুলিশের রাবার বুলেট তার গায়ে লাগে বলে প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান।তখন শিক্ষার্থীরা তাকে চলে যেতে বললে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা অনেক ছোট ছোট বাচ্চাদের হত্যা করেছে, সে দেশকে কানা করে দিয়েছে, ওর পতন না ঘটা পর্যন্ত যাব না। মিছিল যখন নবাববাড়ি রোডের সার্কিট হাউস এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি অবস্থান করছিল তখন আন্দোলনকারীদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশেরা।সেখানেই বিকাল তিনটায় শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ তার বুকে, কাঁধে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।এরপর তাকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে বিকাল চারটায় তিনি শহীদ হন।

শহীদের মৃত্যুর পর বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার চাচাতো ভাই মামুনুর রশিদ বলেন, "৪ আগস্ট রাতে আমার কাছে ফোন আসে যে কমর উদ্দিন বাঙ্গি নামে একজন মারা গেছে।সাথে সাথে একজনকে হাসপাতালে পাঠাই।আমি নিজেও যাই।সেখানে গিয়ে আমি তার মৃত লাশ দেখতে পাই।' তিনি বলেন, "আমার ভাই একজন নিরীহ মানুষ ছিল।তার মৃত্যুতে সবাই গভীরভাবে শোকাহত।'

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

রিকশাচালক শহীদ কমর উদ্দিন খাঁ ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।তার বাবা অনেক আগেই মারা গেছেন।বৃদ্ধ মায়ের বয়স ৭০ বছর।সংসারে রয়েছে স্ত্রী ও তিন সন্তান।টিনের ছোট্ট একটি ঘরে তারা গাদাগাদি করে বসবাস করতেন।১৭ বছর বয়স্ক বড় মেয়ে কাজলী অ্যাক্সিডেন্টে মাথায় আঘাত পেয়েছেন।জন্মগতভাবে সামান্য বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্ত্রী সাত মাসের গর্ভবতী।সারাদিন যা ইনকাম করতেন তা দিয়ে চাল ডাল কিনে সন্ধ্যায় ফিরতেন বাসায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এমন দিনে না খেয়েই থাকতে হতো পুরো পরিবারকে।ফসলি জমিসহ আয়-এর কোনো উৎসই নেই এই পরিবারটির।শহীদ কমর উদ্দিন বিহীন এই পরিবারটি প্রতিবেশীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : মো: কমর উদ্দিন খাঁ
পিতার নাম : কিছর উদ্দিন খাঁ (মৃত)
মাতার নাম : জমেলা বেগম (৭০)
স্ত্রীর নাম : মোসা: তাহমিনা খাতুন (৩২)
ছেলে মেয়ে : তিনজন, মেয়ে কাজলী (১৭), ছেলে তৌহিদ (৭) ও আব্দুল্লাহ (২)।তৌহিদ হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়ে
জন্ম তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮২
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: আকাশতারা, ইউনিয়ন : বগুড়া সদর, থানা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা : আকাশ তারা, ২০ নং ওয়ার্ড, বগুড়া সদর, বগুড়া

আহত হওয়ার স্থান : নবাববাড়ি রোডের সার্কিট হাউজ এবং পুলিশ প্লাজার মাঝামাঝি, বগুড়া সদর
আহত হওয়ার সময় কাল : ৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৩:০০ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান : ৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: বিকাল ৪টা, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ : পুলিশের গুলি
কবরস্থান : বাড়ির পাশেই কবরস্থ করা হয়েছে
শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়
১. যত দ্রুত সম্ভব খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের সন্তানদের জন্য চিকিৎসা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের মা ও সন্তানদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা।তাদের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অনুদান প্রদান করা